মহাগুরু ও মহাসূফী হযরত খন্দকার রমিজ উদ্দিনের নীতির ১০টি বৈশিষ্ট্যের বিশ্লেষণ

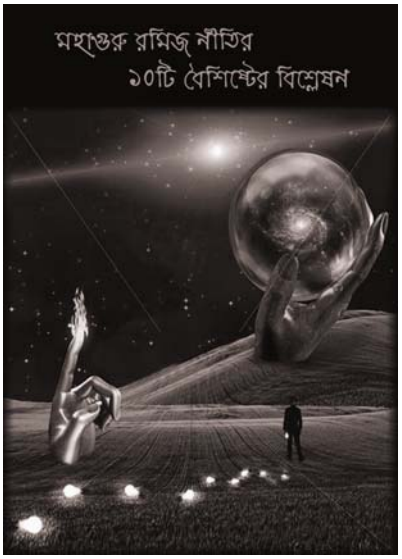

১নং বৈশিষ্ট্য:

স্রষ্টা এক ও সর্বজীবে বরাজমান ।

ব্যাখ্যা ঃ ইহা গুরু রমিজ নীতির প্রধান ১০টি বৈশিষ্ট্যের প্রথম বৈশিষ্ট্য ।

বিজ্ঞান সম্মত ব্যাখ্যা:

(১) ১৯২৭ সালে বেলজিয়ামের জ্যোতির্বিজ্ঞানী জি.লেমেটার মহা বিশ্বের সম্প্রসারণের একটি ব্যাখ্যা দেন। তিনি বলেন যে, দূর অতীতে (১৫ বিলিয়ন বা ১৫ শত কোটি বৎসর পূর্বে) মহাবিশ্বের সমস্ত বস্তু সংকুচিত অবস্থায় একটি বিন্দুর মত ছিল- ঠিক যেন একটি অতি পরমাণু (Super atom) ।

আজ থেকে ১৫ বিলিয়ন (১৫ শত কোটি বৎসর) পূর্বে এই অতি পরমাণুর মধ্যে বিস্ফোরণ ঘটে, ফলে মহাবিশ্ব অবিরতভাবে সম্প্রসারিত হতে থাকে । পুঞ্জ পুঞ্জ বস্তু চারদিকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে ছুটতে থাকে ।

এসব পুঞ্জ থেকেই তৈরী হয়েছে ছায়াপথ, গ্রহ, উপগ্রহ ইত্যাদি । সেই থেকে মহাবিশ্বের সবকিছু অবিরাম পরস্পর থেকে দূরে যাচ্ছে । আদি এই বিস্ফোরণকে বলা হয় “বিগব্যাং” (Bigbang) বাংলায় একে বলা যেতে পারে “মহা বিস্ফোরণ” ।

পদার্থ বিজ্ঞানী স্টিফেন হকিং তাঁর “A Brief History of Time" (কালের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস) গ্রন্থে মহাবিশ্ব সৃষ্টির এই “বৃহৎ বিস্ফোরণ” বা মহা বিস্ফোরণ তত্ত্বের পক্ষে যুক্তি দেন এবং পদার্থ বিজ্ঞানের দৃষ্টিকোণ থেকে এর ব্যাখ্যা উপস্থাপন করেন।

বিজ্ঞানের এ তত্ত্ব ও ব্যাখ্যা বস্তু-অবস্তু, ভূত-পঞ্চভূত, অশক্তি-অনন্তশক্তি, শূন্য-মহাশূন্য বিজ্ঞানের এ তত্ত্ব ও ব্যাখ্যা থেকে ইহা সুস্পষ্ট যে, মহা বিশ্বের বস্তু, অবস্তু, ভূত, পঞ্চভূত, অশক্তি, অনন্ত শক্তি, শূন্য, মহাশূন্য ইত্যাদি যা কিছু আছে সকলই একটি বস্তু (অতি পরমাণু Super atom) হতে সৃষ্টি হয়েছে। সুতরাং-

১। সকল সৃষ্টির মূল এক ও অদ্বিতীয়।
২। একজন মানব শিশুর মা ও বাবা নির্দিষ্টভাবে একজন একজন করে থাকে।
৩। উপরোক্তভাবে প্রতিটি প্রাণী ও জীবের বেলায় একই নিয়ম বা ব্যবস্থা।
৪। একটি ডিম্ব হতে একটি মাত্র বাচ্চাই সৃষ্টি হয়।
৫। উদ্ভিদ জগতে একটি বীজ হতে সর্ব প্রথম অংকুরোদ্গম এর মাধ্যমে একটি অঙ্কুর বা একটি চারাই সৃষ্টি হয়।
৬। পুরুষের বীর্য্যের একটি শুক্রকীট মহিলার বীর্য্যের একটি ডিম্বানুকে নিশিক্ত করে একটি বাচ্চাই সৃষ্টি করে।
৭। বিভিন্ন মানবদেহের D.N.A টেস্ট করলে (D.N.A Profiling) ভিন্ন ভিন্ন ফল পাওয়া যায়। ইহাতে প্রমাণিত হয় যে, প্রত্যেকটি মানবের দেহ আলাদা আলাদা সত্তা দ্বারা গঠিত। কারো সাথে কারো মিল নেই। অর্থাৎ প্রত্যেকটি আলাদা আলাদাভাবে একটি একটি করে স্বত্বাধিকারী।
৮। একজনের হাতের আংগুলের ছাপ (finger print) কোন সময়ও আরেকজনের আংগুলের ছাপের অনুরূপ হয় না। এক একজনের আংগুলের ছাপ অসাধারণভাবে এক এক রূপ হবে।

এইভাবে বিশ্লেষণ করলে প্রতীয়মান হয় যে, বিশ্বের সকল কিছুই এক হতে সৃষ্টি এবং ইহাই বিশ্ব প্রকৃতির সৃষ্টির বিশেষ বৈশিষ্ট্য। সকল সৃষ্টিই একত্ববাদী। ইহাই সৃষ্টির বিশিষ্ট অদ্বৈত মতবাদ বা সৃষ্টির বিশিষ্ট্য একত্ববাদ নীতি।

এই মতবাদ হলো স্রষ্টার সৃষ্টির একটি বিশেষ কৌশল। স্রষ্টাকে কেহ সৃষ্টি করেন নাই। তিনি নিজেই নিজেকে নিজ ইচ্ছায় এবং ইচ্ছা শক্তি বলে সৃষ্টি করেছেন। তাই তিনি একত্ববাদের নীতি অনুসারে এক ও অদ্বৈত এবং বিশেষভাবে অদ্বৈত বা বিশিষ্ট অদ্বৈত।

দার্শনিক যুক্তি বা দার্শনিক ব্যাখ্যা ঃ

১। উক্ত একত্ববাদ বলতে এতটুকুই বুঝা যায় যে, আমরা জানি বাংলাদেশে একজন বিশ্ববিখ্যাত কবির নাম বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলাম। নজরুল ইসলাম নামে পৃথিবীতে অনেক লোক আছে। কিন্তু বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলামের চেহারায়, একই বর্ণে, একই কণ্ঠস্বরে, একই গুণে গুণান্বিত, একই DNA সম্বলিত আর একজন বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলাম কোথাও খুজে পাওয়া যাবেনা। তাঁর দৃষ্টান্ত কেবল সে নিজেই। তাহলে, বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলাম এ বিশ্ব ব্রহ্মান্ডে মাত্র একজনই। তাঁর মত আর একজন কোথাও নেই। সে অদ্বৈত এবং বিশেষভাবে অদ্বৈত। তার মানে সে বিশিষ্ট অদ্বৈত।

সুতরাং, এই অভিনব চমৎকার বৈশিষ্ট্য নিয়ে বিশ্ব ব্রহ্মান্ডে যত মানব, যত জীব, যত প্রাণী ইত্যাদি জলে, স্থলে, অন্তরিক্ষে সর্বভূতে যা কিছু সৃষ্টি হয়েছে এবং হচ্ছে সবই বিশিষ্ট অদ্বৈত রূপ ধারণ করে আছে। এখানেও স্রষ্টার একত্ববাদ কাজ করছে। অর্থাৎ বহুরূপীভাবে স্রষ্টা এক এবং অদ্বিতীয়।

২। রমিজ দর্শন অনুযায়ী সর্বজীবে বিরাজমান স্রষ্টার অস্তিত্বের বলিষ্ঠ যুক্তি হিসেবে বলা যায় যে, একটি বিরাট শক্তি সম্পন্ন জেনারেটর হতে বিদুৎ শক্তি প্রবাহের ফলে রং বেরংগের নানা প্রকার বৈদ্যুত্মিক বাল্ব আলো বিকিরণ করতে পারে। যদিও বিভিন্ন প্রকার বাল্ব ভিন্ন ভিন্ন প্রকার শক্তি সম্পন্ন হয়ে আলো বিকিরণ করে থাকে। তথাপি উহাদের মূল শক্তির উৎস এক এবং অভিন্ন। যার গঠন যে রকম উহা সে প্রকারের আলোই বিকিরণ করতে সক্ষম।

মহাবিশ্বের প্রত্যেকটি জীব যেন কর্ম অনুযায়ী গঠিত এক একটি বাল্ব (বাতি), আর সেই বিরাট শক্তি সম্পন্ন জেনারেটর হচ্ছে স্রষ্টা, যার দেয়া জ্ঞানরূপ শক্তি ও আলোরূপ আত্মার (নূরের জ্যোতি) উপস্থিতিতে প্রত্যেকটি জীব তাঁর নিজস্ব সত্তা নিয়ে এ বিশ্ব কর্মক্ষেত্রে বিচরণ করতে

সক্ষম। অর্থাৎ অনন্ত ক্ষমতা সম্পন্ন স্রষ্টার মূল শক্তির প্রতিফলনে প্রতিফলিত হয়ে প্রত্যেকটি জীব বেমিছাল রূপ (বিশিষ্ট অদ্বৈত) ধারণ করতঃ নিজ নিজ পরিবেশে বিচরণ করছে।

তাহলে "যে সত্তা (পরম আত্মা) মহাবিশ্বে সর্বজীবে, সর্বভূতে, সর্বত্র, সর্বক্ষণ বিরাজিত তিনিই স্রষ্টা"।

৩। স্রষ্টার অস্তিত্ব ও অবস্থান সম্পর্কে বিভিন্ন ধর্মে ও মতে নিম্নরূপ বর্ণনা দেয়া আছে।

(ক) ইসলাম ধর্ম মতে-

"ফা আইনামা তুয়াল্লু ফাসাম্মা ওয়াজ হুল্লা"

অর্থ ঃ *"তোমরা যেদিকে মুখ ফিরাইবে সেদিকেই আল্লাহ্‌র চেহারা দেখতে পাইবে"।*

(সূরা বাকারা ঃ আয়াত-১১৫)

"ওয়া নাহ্‌নু আকরাবু এলাইহি মিন হাবলিল ওয়ারিদ"

অর্থ ঃ *"আমি তার (মানুষের) শাহ্‌রগের চেয়েও নিকটে"*

(সূরা কাফ ঃ আয়াত-১৬)

মানুষের সাথে আল্লাহ্‌র গভীর সম্পর্ক ও মমত্ববোধের বিষয়ে হাদীসে কুদ্‌সীতে তিনি নিজেই এরশাদ করেন-

"আল ইনছানু সিররী ওয়া আনা সিররুহু"

অর্থ ঃ "মানুষ আমার রহস্য আর আমি মানুষের রহস্য"

এখানে রহস্য-এর আভিধানিক অর্থ হচ্ছে *"দূর্বোধ্য গুপ্ত তথ্য"*। "তাহলে স্রষ্টার নিকট মানব-সৃষ্টি যেমন গোপনীয় এবং দূর্বোধ্য, মানুষের নিকটও স্রষ্টার সকল বিষয় গোপনীয় ও দূর্বোধ্য। ইহা এল্‌মে মারেফাতের বিষয় বটে। সুতরাং, মানব এবং স্রষ্টার মধ্যে এতই গভীর সম্পর্ক যে, তা এল্‌মে মারেফত ছাড়া কিংবা অতীন্দ্রিয়

বোধ যাদের আছে তাদেরকে ছাড়া এবং স্রষ্টাকে ছাড়া আর কেহই বুঝবে না" ।

(খ) সনাতন ধর্মমতে (হিন্দু ধর্ম)

১। **"যথা জীব তথা শিব"**
অর্থাৎ- সকল জীবে বা সর্বজীবে শিব এর অবস্থান ।
তার মানে সর্বজীবে স্রষ্টা অবস্থান করেন ।

২। **"নররূপে নারায়ণ"**
অর্থ- সকল মানবের মধ্যেই নারায়ণ বা স্রষ্টা অবস্থান করেন ।

হিন্দু মতে- যিনি নরনারী বা সর্বজীবের আশ্রয়স্থল তিনিই নারায়ণ ।

(গ) গুরু রমিজ মতে-

স্রষ্টা মানুষ ও সর্বজীবে বিরাজমান এ সম্বন্ধে মহাগুরু রমিজের ভাষায় তিনি নিজেই বলেন-

- ***"প্রতি জীবে আছেন প্রভু কর্মফল সত্য***
  একেক কর্মের একেক ফল রূপ তার অনন্ত"
  উপদেশ-১৬ (অলৌকিক সুধা)

- ***"একের সংগে আরেকের তুলনা না হবে***
  বেমিছালভাবে তিনি আছেন প্রতি জীবে"
  উপদেশ-২০ (স্বর্গের সুধা)

- ***"মানুষের সংগে যদি স্রষ্টার সংস্রব আছে***
  জ্ঞানের আঁখি খুলিয়া দেখ পাবে নিজের কাছে"
  উপদেশ-১১ (স্বর্গে আরোহণ)

- ***"আরও দেখবে অনন্ত রূপ অনন্ত জীবে স্থান***
  জাতে জাতে মিশামিশি প্রত্যক্ষ প্রমাণ"
  উপদেশ-১২ (স্বর্গে আরোহণ)